মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২/৪/২০০৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন এবং ৩৮টি নির্দেশনাপ্রদান করেন। তিনি গত ০৬/৫/২০১০ তারিখে বরগুনা, ২৯/১২/২০১০ তারিখে চট্টগ্রামের মিরসরাই, ২২/০২/২০১১ তারিখে বরিশাল, ০৫/৩/২০১১ তারিখে খুলনা জেলার খালিশপুর, ০৯/৪/২০১১ তারিখে সিরাজগঞ্জ, ২৪/১১/২০১১ তারিখে রাজশাহী, ১৮/০২/২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ, ২৫/০২/২০১২ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া ও ৩০/৬/২০১২ তারিখে টাংগাইল জেলা সফরকালে অনুষ্ঠিত জনসভায় ০৯টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এছাড়া গত ২০/৭/২০১৪ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ০১টি নির্দেশনা প্রদান করেন

শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট উল্লেখিত ৪৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির মধ্যে বন্ধ কলকারখানা চালুকরণ সংক্রান্ত ২টি সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু প্রায় একই হওয়ায় সিদ্ধান্ত দুটি একীভূত করা হয়। ফলে নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির সংখ্যা হয় ৪৭টি। তন্মধ্যে এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত ২০টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি ইতোপূর্বে তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে। ০১টি প্রতিশ্রুতি (নর্থ-ওয়েষ্ট ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ পরিচালনার জন্য গ্যাস প্রাপ্যতা সম্ভব নয় বিধায় বন্ধ আছে) এবং ০১টি নির্দেশনা (চিনি আমদানী বিষয়ক) তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে। গত ৩১/৮/২০১৬ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক “হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণ” নির্দেশনাটির মেয়াদকাল শেষ হওয়ায় তা বাস্তবায়িত গণ্য করে তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন {৪৭ - (২০+৩)} = ২৪টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গেঃ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থায় রাজস্ব খাতসহ অনুমোদিত জনবল ৩৭০৩৯ এর মধ্যে সরাসরিভাবে নিয়োগের জন্য ৩৩৭৪টি পদ শূন্য আছে। দীর্ঘ দিন যাবত ছাড়পত্রের অভাবে পদগুলো পূরণ না হওয়ায় দাপ্তরিক কাজকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থা শূন্য পদ পূরণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করছেঃ **শিল্প মন্ত্রণালয়** শিল্প মন্ত্রণালয়ের মোট অনুমোদিত পদ ২১৭টি, পূরণকৃত পদ ১৬৬টি এবং শূন্য পদ ৫১টি। ১ম শ্রেণির ০১টি এবং ২য় শ্রেণির ০৩টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম পিএসসিতে প্রক্রিয়াধীন। সহকারী লাইব্রেরীয়ানের ০১টি পদ শিল্প মন্ত্রণালয়ে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। নতুন নিয়োগবিধি জারীর পর সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার ০১টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সংরক্ষিত কোটা বাদ দিয়ে ৩য় শ্রেণির ১৬টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০৮টি শূন্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। **বিসিআইসি** বিসিআইসি এর নিয়ন্ত্রনাধীন কারখানাসমূহে শূন্য পদের বিপরীতে টেকনিক্যাল ১ম শ্রেণির ৫৩ জন, ২য় শ্রেণির ৩৭ জন কর্মকর্তাসহ ৯০ জন প্রকৌশলী নিয়োগের লক্ষ্যে ২৫ নভেম্বর, ২০১৬ তারিখে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। যাচাই-বাছাই পূর্বক ২৬/০২/২০১৭ তারিখ হতে প্রার্থীগণের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ০৮টি ক্যাটাগরির নন-টেকনিক্যাল মোট ১৫৬ (একশত ছাপ্পান্ন) জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রবেশপত্র প্রদানের নিমিত্তে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সার্ভার তৈরীর কাজ চলমান আছে। সার্ভার তৈরীর কাজ সম্পন্ন হলে বিসিআইসি'র প্রশাসনিক অনুমোদনক্রমে পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।	চলমান প্রক্রিয়া		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				বিএসএফআইসি বিএসএফআইসি এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন সুগার মিল/প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে মোট ২০৫৯টি পদ শূন্য রয়েছে। যার মধ্যে ১ম শ্রেণির ২৩৪টি, ২য় শ্রেণির ৩০টি, ৩য় শ্রেণির ৮৫৭টি এবং ৪র্থ শ্রেণি (শ্রমিকসহ) ৯৩৮টি। বর্তমানে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৩টি ক্যাটাগরির ১ম শ্রেণির ৬৯টি শূন্যপদে নিয়োগের নিমিত্ত নিয়োগ সংক্রান্ত সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে এবং নিয়োগ কার্য ক্রম চূড়ান্ত পর্য ায়ে আছে। ৪টি ক্যাটাগরির ১ম শ্রেণির ৫১টি শূন্যপদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের যাঁচাই-বাছাই চলছে। এছাড়া সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী ও শ্রমিক এর শূন্যপদে নিয়োগ কার্য ক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। **বিএসইসি** বিএসইসি প্রধান কার্য ালয় এবং এর নিয়ন্ত্রনাধীন কারখানাসমূহে ৬৬০টি শূন্য পদ আছে। বর্তমানে ১ম শ্রেণির ১২৯টি শূন্য পদ বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। ২য় শ্রেণির ৫৭টি, ৩য় শ্রেণির ৯৭টি, ৪র্থ শ্রেণির১১৪টি ও শ্রমিক ২৭৪টি পদসহ মোট ৫৪২টি পদ পূরণযোগ্য। ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও শ্রমিক পদের শূন্যপদসমূহ নিয়মনীতির আলোকে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পূরণযোগ্য। **বিসিক** বিসিকে মোট ২৪১০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর পদ বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে ৯৪৩ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী১৪৬৭ জন। বর্তমানে কর্মকর্তাদের৩৩৮টি পদ শূন্য আছে। এর মধ্যে নিয়োগ যোগ্য শূন্য পদ ১০৮টি। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনির শূন্য পদে আউট সোর্সি ং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এছাড়া সমাপ্ত উইডিপি প্রকল্পের ৮৫ জন কর্মচারীকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে গত ০২/৬/২০১৬ তারিখে আত্মীকরণ করা হয়েছে। আবার মহামান্য আদালতের রায়ের প্রেক্ষিতে দৈনিক ভিত্তিক আরও ২৬ জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেনির কর্মচারী নিয়োগের কার্য ক্রম সম্পন্ন হয়েছে। অন্যদিকে ৫৩ জন ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে জনবল নিয়োগেরবিষয়টি চূড়ান্ত পর্য ায়ে আছে।IBA কর্তৃক বাছাইকৃত কর্মকর্তাদের মৌখিক পরীক্ষা ২৬/০১/২০১৭ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। চূড়ান্ত মেধা তালিকা প্রণয়ন কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				বিএসটিআই বিএসটিআই এর মোট পদ ৬০৭। শূন্য পদের সংখ্যা ১৯৮। শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০০৯-২০১৫ সময়ে বিএসটিআই এর রাজস্ব খাতে মোট ১৯৩ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০০৯ সালে ১০ জন, ২০১০ সালে ৬৭ জন, ২০১১ সালে ১০ জন, ২০১২ সালে ৪৮ জন এবং ২০১৫ সালে ৫৮ জন এবং ২০১৬ সালে ০৮ জন কর্ম কর্তা/কর্ম চারী নিয়োগ করা হয়েছে। **বিএবি** বিএবি'র অনুমোদিত পদ ২৪টি এবং পূরণকৃত পদ ১৯টি। ৩য় শ্রেণির ০৩টি শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হলে প্রাপ্ত দরখাস্তগুলোর যাচাই বাছাই চলছে। **ডিপিডিটি** ১ম শ্রেণির ০৮টি এক্সামিনার পদে পদোন্নতির মাধ্যমে ০২ জন, ১০% সংরক্ষণ কোটায় ০২ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি পদ পূরণের লক্ষ্যে পিএসসিতে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি আইটি ইউনিটের ০১ জন ১ম শ্রেনির কর্মকর্তা (এসিস্ট্যান্ট প্রোগামার) চাকুরি ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ায় পদটি শূন্য হয়েছে। ডিপিডিটির জন্য সৃজিত জনবল স্থায়ীকরণ সংক্রান্ত সরকারি আদেশের ০১ নং শর্ত মোতাবেক সাঁটলিপিকার, উচ্চমান সহকারী, সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক ও নিম্নমান সহকারী এই ০৪টি পদের ক্ষেত্রে সৃজিত ৩৫টি পদের স্থলে ক্রমান্বয়ে ২০টি পদে সীমাবদ্ধ রাখার নির্দে শনা অনুযায়ী ঐ ০৪টি পদে কর্ম রত ২০ এর অধিক জনবল ক্রমান্বয়ে অবসর গ্রহণ সাপেক্ষে বিলুপ্ত হবে। **এনপিও** এনপিও-তে বর্তমানে ১ম শ্রেণির ০৭টি, ৩য় শ্রেণির ০৫টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০৩টি মোট ১৫টি পদ শূন্য আছে। ১ম শ্রেণির শূন্য ০৭টি পদের মধ্যে যুগ্ম পরিচালকের পদটিতে পদোন্নতিযোগ্য কোন প্রার্থী না থাকায় ০১ জন উর্দ্ধতন গবেষণা কর্ম কর্তাকে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। উর্দ্ধতন গবেষণা কর্ম কর্তার ০১টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্য ক্রম চলছে।গবেষণা কর্ম কর্তার ০৫টি পদের মধ্যে ০২টি পদোন্নতির মাধ্যমে এবং ০৩টি সরাসরি পূরণযোগ্য। সরাসরি পূরণযোগ্য ০৩টি পদের মধ্যে ০১টি পদ ১০% সংরক্ষণ নীতিমালার আওতায় সংরক্ষণযোগ্য। অপর ০২টি পদের মধ্যে ০১টি পদ পূরণের লক্ষ্যে সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক ০১ জনকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				৩য় শ্রেণির শূন্য পদের সংখ্যা ০৫টি। ০৩টি পদ ১০% সংরক্ষণ নীতিমালার আওতায় সংরক্ষণযোগ্য। অবশিষ্ট ০২টি পদের মধ্যে ০১টি পদ পূরণের লক্ষ্যে দরখাস্থ পাওয়া গেছে। ৪র্থ শ্রেণির০৩টি শূন্য পদের ০১টি পদ ১০% সংরক্ষণ নীতিমালার আওতায় সংরক্ষণযোগ্য। অবশিষ্ট ০২টি পদ পূরণের জন্য দরখাস্থ গ্রহণ করা হয়েছে বয়লারঃ প্রধান বয়লার পরিদর্শ কের কার্য লয়ের মোট০৬টি শূন্য পদের মধ্যে ১ম শ্রেণির ০২টি, ৩য় শ্রেণির ০৩টি ও ৪র্থ শ্রেণির০১টি। বয়লার টেকনিশিয়ান এর ০২টি পদ পূরণের জন্য তিন বার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরও নিয়োগবিধি মোতাবেক যোগ্য ব্যক্তি না পাওয়ায় পদ ০২টি পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। ফলে নিয়োগবিধি সংশোধনের পর বর্ণি ত পদে নিয়োগ দেয়া হবে। ০১টি গাড়ী কম থাকায় ড্রাইভারের ০১টি পদ পূরণ করা যাচ্ছে না।			
০২	সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা- জিপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রাক্টর ব্যবহার প্রসংগেঃ বিষয়টি পরীক্ষান্তে সুনির্দি ষ্ট প্রস্তাব পেশ করার জন্য নির্দে শনা প্রদান করা হয়।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসইসি	ক) বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে বিএসইসি'র শিল্প-কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প, বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যাস, মিটসুবিসি পাজেরো স্পোর্ট স জীপ্‌ ডাবল কেবিন পিকআপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ করা হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা থেকে বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য তালিকা ও ক্যাটালগ চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু পণ্য বিক্রয় হচ্ছে এবং এ বিষয়ে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। খ) প্রগতির কারখানায় আধুনিক বিলাস বহুল পাজেরো স্পোর্ট স জিপ বানিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে৮৫টি জীপের সংযোজনের কাজ সম্পন্ন করে মোট ৭৬টি বিক্রয় করা হয়েছে। গ) সিডান কার সংযোজনের জন্য প্রগতির সাথে মিৎসুবিসি মটরস করপোরেশন গত ০৯/০২/২০১১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। মিৎসুবিসি মটরস কর্পে ারেশন কর্তৃক বাংলাদেশের উপযোগী ও সাশ্রয়ী মূল্যের মধ্যে একটি মডেল নির্ব াচন করা হয়েছিল। তবে মূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ	চলমান কার্য ক্রম।		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				কমিশন হতে যন্ত্রাংশের তালিকা ও মূল্য জানতে চাওয়া হয়। মিটসুবিসি মটরস কর্পো রেশন কোন তালিকা সরবরাহ করে নাই। বিষয়টি বর্তমানে পরিত্যক্ত গণ্য করা যায়।			
০৩	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টি ফিকেটকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহনযোগ্য করাঃ বিএসটিআইর চলমান প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্য ক্রমসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দে শনা প্রদান।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসটিআই	বর্তমানে বিএসটিআই এর পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে বেসরকারী ও দেশের অন্যান্য ল্যাবরেটরীর সাথে যৌথভাবে কার্য ক্রম গ্রহনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে কিছু পণ্যের কেমিক্যাল টেস্টিং এর জন্য National Food Safety Lab, BCSIR, Atomic Energy Commission এবং Department of Plant Protection এবং রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ল্যাবে পরীক্ষণ কার্য ক্রম করা হচ্ছে। এছাড়া ফিজিক্যাল টেস্টিং এর জন্য বসুন্ধরা পেপার মিলস্ লিমিটেড, সামাহ্ রেজার ব্লেড ইন্ডাস্টিজ লিঃ, বিআরবি ক্যাবলস্ লিমিটেড এবং বিআইএসএফ এর ল্যাবে বিএসটিআই এর বিভিন্ন পরীক্ষণ কার্য ক্রম করা হচ্ছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।	চলমান কার্য ক্রম।		
০৪	<u>(প্রকল্প)</u> মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয় এবং প্রকল্প স্বল্পতম সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিসিক-কে কার্য করি ভূমিকা গ্রহণের নির্দে শনা প্রদান করা হয়।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৩০০.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদনের তারিখ ২৯/৫/২০০৮। ডিপিপি সংশোধন ০৪/০২/২০১৪। সংশোধিত প্রাক্কলন ৩৩১৮৫.৭৫ লক্ষ টাকা। **অগ্রগতির বর্ণ না:** প্রকল্পের মূল মাটি ভরাটের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, আউটলেট ড্রেন নির্মা ণ কাজ বাকী আছে। বর্তমানে অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। বাউন্ডারী ওয়াল, সার্ফেস ড্রেন, রাস্তা নির্মা ণ কাজ প্রশাসনিক ভবন, পুলিশ ফাড়ি, ফায়ার সার্ভি সের জন্য ০২টি ওয়াটার রিজার্ভা র নির্মা ণ, ০২টি পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টা র নির্মা ণ কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও অগ্নি নির্ব াপক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার, ০১টি পাম্প ড্রাইভার কোয়াটার ও গভীর নলকূপ, অভ্যন্তরীণ পানির পাইপ লাইন ইত্যাদি নির্মা ণ কাজ চলছে। কিছু কাজ শেষ পর্য ায়ে আছেপ্রকল্প বাস্তবায়ন কার্য ক্রম আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। গ্যাস সংযোগ প্রদানের জন্য পেট্রোবাংলার প্রাক্কলন অনুযায়ী ২৩৫৩.৪১ লক্ষ টাকা ডিপিপিতে অন্তর্ভু ক্ত করে বিসিক কর্তৃক এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্য ক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্য ালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় **২১০২৩.৯৯** লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতি হার ৯১% এবং আর্থি কঅগ্রগতি হার ৮৩%(জিওবি অনুযায়ী)।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৭		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৫	(প্রকল্প) চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদনের তারিখ ১৬/৮/২০০৩। ডিপিপি সংশোধনের তারিখ ১৩/৮/২০১৩। সংশোধিত প্রাক্কলন ১০৭৮৭১.০০ লক্ষ টাকা। **অগ্রগতির বর্ণনা:** চামড়া শিল্পনগরীর অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন কালভার্ট, বিদ্যুৎ লাইন, গভীর নলকূপ, পানি সরবরাহ লাইন, গ্যাস লাইন, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার সার্ভিস সেড, পাম্প ড্রাইভারস কোয়ার্টার ও প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজসহ অবকাঠামোগত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। নির্মাণাধীন CETP এবং ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের সিভিল কাজের প্রায় ৯৭% এর অধিক ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। A-Zone Oxidation Ditch (North ১, ২) custing works ৯৯% এবং B-Zone Oxidation Ditch (South ৩, ৪) custing works ৯৯% সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে CETP'র ০২টি মডিউল চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট মডিউল ০২টি চালুর জন্য Electro-Mechanical equipment আমদানীর নিমিত্ত ৪র্থ L/C খোলা হয়েছে। সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরীতে হাজারীবাগ থেকে কারখানা স্থানান্তরের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১৫৫টি শিল্প-কারখানার মধ্যে ১৫৩টি কারখানার লে-আউট প্ল্যান প্রকল্প কার্যালয়ে জমা হয়েছে সবকটি লে-আউট প্ল্যানই অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত লে-আউট প্ল্যান অনুযায়ী ইতোমধ্যে ১৪৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের কারখানা নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। অবশিষ্ট ১২টি প্লটের নির্মাণ কাজ মামলা ও মাননীয় হাইকোর্টে রপর্যবেক্ষণের কারণে স্থগিত আছে। ইতোমধ্যে ৫৩টি টেনারী শিল্প প্রতিষ্ঠান ট্যানিং ড্রাম স্থাপন করেছে এবং শিল্পনগরীতে wet blue Tanery প্রক্রিয়া জাতকরণ শুরু করেছে। প্রকল্পে ইতোমধ্যে ১৩০টি ট্যানারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থায়ী বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বরাবর আবেদন করেছে। এ পর্যন্ত ১২০টি ট্যানারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গ্যাসের জন্য আবেদন করেছে। শুধুমাত্র ২টি প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সংযোগের প্রক্রিয়া চলছে। এ পর্যন্ত ৪৫টি ট্যানারী শিল্প প্রতিষ্ঠান পানির জন্য আবেদন করেছে। এর মধ্যে ৪২টি ট্যানারীতে পানির মিটার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ২০৫টি প্রতিষ্ঠানে পানির মিটার স্থাপনের জন্য পিট প্রস্তত করা হয়েছে এবং ২০৫টি প্রতিষ্ঠানে পানির পিটের মধ্যে গেট ভাল্ব বসানো হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ের পরিমাণ ৫৫৫০৫.৫২ লক্ষ টাকা, অগ্রগতির হার আর্থিক ৫১% ও বাস্তব ৮০%।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৭		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০৬	(প্রকল্প) "শাহজালাল ফার্টি লাইজার কোম্পানি লিঃ" পরিচালনার জন্য গ্যাসের প্রাপ্যতার বিষয়ে জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে এবং সহজ শর্তে সরবরাহকারি কর্তৃক ঋণ পাওয়া গেলে প্রস্তাবিত প্রকল্প দুটি এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিসিআইসি	সাধারণ ঠিকাদার M/S. COMPLANT গত ২৯/০২/২০১৬ তারিখে শাহজালাল ফার্টি লাইজার প্রকল্প বিসিআইসি'র নিকট হস্তান্তর করেছে। ০১ মার্চ, ২০১৬ ইং হতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। ২৬/০২/২০১৭ তারিখ পর্য ন্ত ৪,৫৬,৩৭৬ মে. টন গ্রানুয়াল সার উৎপাদন হয়েছে। বর্ত মানে কারখানাটি ৯১.৭০% লোডে চালু আছে। প্রকল্পের LSTK (Lump-Sum Trun Key) কার্য ক্রম ২৯/০২/২০১৬ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৪/১০/২০১৬ তারিখে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। প্রকল্পের সামগ্রিক কার্য ক্রমশেষ হবে জুন, ২০১৮। প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি জিওবি ৯৮.৬৪%, সাধারণ ঠিকাদার কর্তৃক অগ্রগতি ১০০%। বর্ত মান অর্থ বছরে কোন অর্থ ছাড় করা হয়নি।	সামগ্রিক কার্য ক্রম শেষ হবে জুন' ২০১৮		
০৭	(প্রকল্প) (ঘ) বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসএফআইসি	প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩৬২.১৭ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের/শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের তারিখঃ ক) মূলঃ ০৯/০৯/২০১০ খ) ১ম সংশোধিতঃ ০৯/০৯/২০১২ গ) ২য় সংশোধিতঃ ১৬/০৯/২০১৩ ঘ) ৩য় সংশোধিতঃ ২২/০৬/২০১৪ ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩ দফা বৃদ্ধি করা হয়েছে যা ওপরে উল্লেখ রয়েছে। জুন/২০১৫ পর্য ন্ত ব্যয়ের পরিমাণ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ ক) আর্থি কঃ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা, যা প্রকল্প ব্যয়ের ৮৪.৮২%। খ) বাস্তবঃ ডিজেল জেনারেটর-১০০%, বয়লার-৯৩%, পাওয়ার টারবাইন-১০০%। **প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে এবং সমাপনী প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হচ্ছে।**	-		
০৮	(প্রকল্প) (বিএসটিআই কে শক্তিশালীকরণ) বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসটিআই	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৮২.৪৫ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পটি জুলাই'১১ হতে জুন'২০১৭ মেয়াদে বিগত ২৭/৩/২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। জনস্বার্থে বিএসটিআইর কার্য ক্রম পর্য ায়ক্রমে দেশব্যাপী সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১৮.৭৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ইতোমধ্যে সিলেট ও বরিশাল বিভাগে ফুড, কেমিক্যাল, ফিজিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেট্রোলজী ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠাসহ পূর্ণ াঙ্গ আঞ্চলিক অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৫১.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "বিএসটিআই'র সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)" শীর্ষ ক একটি অনুমোদিত প্রকল্প বর্ত মানে বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৭	ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।	জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা দূর কারার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				প্রকল্পের মাধ্যমে রংপুর বিভাগীয় সদরসহ অপর ৪টি জেলায় (ফরিদপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার এবং ময়মনসিংহ) বিএসটিআই অফিস কাম-ল্যাবরেটরী (রসায়ন ও মেট্রোলজী) প্রতিষ্ঠা করা হবে। ফরিদপুর জেলায় অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি ভবনের অবকাঠামো নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সেখানে ট্যাংক লরি ক্যালিব্রেশন সেন্টারের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে গাঁথুনির কাজ চলছে। ফরিদপুর অফিসের জন্য কম্পিউটার, অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। মেট্রোলজী/কেমিক্যাল ল্যাবের যন্ত্রপাতি ক্রয়/স্থাপনের লক্ষ্যে পুনঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং দরপত্র মূল্যায়নকাজ চলছে। শীঘ্রেই কার্যাদেশ দেয়া সম্ভব হবে। কক্সবাজারে বিএসটিআই'র অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। শীঘ্রই কক্সবাজারে বিএসটিআই'র অফিসের জন্য ল্যাব যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ও অফিস সরঞ্জাম এবং আসবাবপত্র ক্রয়/স্থাপনের লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান করা হবে। কুমিল্লায় অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। বর্তমানে সেখানে সার্ভিস পাইল ড্রাইভ এবং বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাজকাজ চলছে। ময়মনসিংহ জেলায় অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি নির্মাণের লক্ষ্যে ময়মনসিংহ গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক গত ০১-১২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে আহ্বানকৃত দরপত্র মূল্যায়নকাজ শেষ হয়েছে। শীঘ্রেই NOA দেয়া সম্ভব হবে। বর্তমানে স্থাপত্য ও নক্সার ডিজাইন কাজ চলছে। রংপুর বিভাগীয় অফিসের দ্বিতলবিশিষ্ট অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণকাজ চলছে। বর্তমানে সার্ভিস পাইল ঢালাইএর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আর্থিক অগ্রগতি (২০১৬-২০১৭ অর্থ বছর এরফেব্রুয়ারি ২০১৭ পর্যন্ত): এডিপি বরাদ্দ ৩৪৪৩.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ২৮৩.৩২ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত) : ১৮০৩.৬৫ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার ৩৪.৮০%।			
০৯	(প্রকল্প) (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন) মর্ডানাইজেশন এন্ড স্ট্রেংদেনিং অব বাংলাদেশ স্টান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইনষ্টিটিউট (বিএসটিআই) শীর্ষক প্রকল্প।	গত ১০-১৩ জানুয়ারি/ ২০১০ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সম্পাদিত যৌথ	বিএসটিআই	প্রাক্কলিত ব্যয় ২৮১৩.৯৫ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের তারিখ ২৩/৪/২০১৩ খ্রি:। ডিপিপি সংশোধনের বিবরণ : ক্রেডিটলাইন এগ্রিমেন্ট এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পটির বিষয়ে ভারত সরকারের চুড়ান্ত ছাড়পত্র না পাওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তবায়নের কাজ যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হয়নি বিধায় ডিপিপি সংশোধন করা	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৭		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		ইশতেহারের ৩৩ নম্বরে।		হয়েছে। সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণ : মূল ডিপিপি-তে ৭২৯১.০০ লক্ষ (প্র:সা: ৬১.৫৫ এবং জিওবি ১১.৩৬, সংশোধিত-তে ২৮১৩.৯৫ লক্ষ (প্র:সা: ১৮০৪.৪০ এবং জিওবি ১০০৫.৫৫)। ২০১৬-২০১৭ সালের এডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে সর্ব মোট ৩৫৩.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে জিওবি খাতে ২৮.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৩২৫.০০ লক্ষ টাকা রয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে (এ পর্য ন্ত ০৮টি Inspection এর মাধ্যমে) ১৩৬ প্রকার যন্ত্রপাতি ১৬০ প্রকার গ্লাসওয়ার এবং ২০০ প্রকার কেমিক্যালস এর Inspection কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৩৩ প্রকার যন্ত্রপাতি এবং ৯১ ও ২০০ প্রকার কেমিক্যালস গ্লাসওয়ার বিএসটিআইতে এসে পৌঁছেছে। এছাড়া JDCF ভবনে নির্মি তব্য ৫ম তলায় নির্ম াণ কাজের ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া জনবল নিয়োগ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া প্রকল্পের আওতায় Local tender কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্য ন্ত) ১৭৩৪.০২ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার ৬১.৬২% (আর্থি ক)।			
১০	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ কার্য ক্রম: প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ যাতে যথাযথ হয় সে বিষয়ে বিএসটিআই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কৃষিজাত পণ্য ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠার বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসটিআই/ বিসিক	**(ক) বিএসটিআই :** খাদ্যের মান যাতে যথাযথ হয় সেই লক্ষ্যে বিএসটিআই এর চলমান কার্য ক্রম যথা: মোবাইলা কোর্ট, সার্ভি ল্যান্স টীম, পরিচালনা করে অবৈধ প্রতিষ্ঠান চিহ্নত করণসহ খোলা বাজার ও কারখানা থেকে নমুণা সংগ্রহ করা হয়। বর্ত মানে বিএসটিআইতে বাধ্যতামূলক ১৫৪টি পণ্যের মধ্যে বিশেষ করে ৫৮টি খাদ্য পণ্যের নমুণা বিএসটিআই এর বিভিন্ন ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ কার্য ক্রম জোরদার করা হয়েছে যা একটি চলমান প্রক্রিয়া। এছাড়া বিএসটিআই এর বাধ্যতামূলক পণ্যের তালিকাভুক্ত যে সকল পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়/হবে, তার প্রতিটি কনসাইনমেন্ট/চালান বিএসটিআই থেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ছাড়পত্র গ্রহণপূর্ব ক রপ্তানি করতে হবে। এ বিষয়ে ত্রি-বার্ষি ক রপ্তানি নীতি ২০১৫-২০১৮ তে অর্ন্তভুক্তির জন্য গত ০৮/৭/২০১৪ তারিখে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো বরাবর প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। এতদ্বিষয়ে রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো কর্তৃক আয়োজিত সভায় বিএসটিআই এর প্রস্তাবনা নিয়ে আলোচনা করা। তবে এতদ্বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি।	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				(খ) বিসিক : দেশীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহারপূর্ব ক কৃষিজাত পণ্য ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধাসহ অন্যান্য সেবা প্রদান করতে ও কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক শিল্পকে লাভজনক করতে আরো কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিসিকের মাঠ কার্যালয়সমূহকে ইতোমধ্যে নির্দে শনা প্রদান করা হয়েছে। শিল্পনগরীসমূহে প্লট বরাদ্দের সময় কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রদানের জন্যও নির্দে শনা প্রদান করা হয়েছে।বিসিকের শিল্পনগরীসমূহে বর্তমানে ১০২০টি কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প রয়েছে। তন্মধ্যে ৮৩৬টি চালু, ৯১টি বন্ধ ও ৯৬টি নির্মাণাধীন/নির্মাণের অপেক্ষায় আছে। বন্ধ ৯১টি শিল্প সংশ্লিষ্ট প্লটসমূহের বরাদ্দ বাতিল/হস্তান্তরের মাধ্যমে সেগুলো সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোক্তাদেরকে বরাদ্দ দিয়ে কৃষিজাত ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।দেশে কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণে বিশেষ শিল্পনগরী স্থাপনের বিষয়ে উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার সম্ভাব্যতা যাঁচাইপূর্ব ক একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের লক্ষ্যে ৮টি করে জেলার সমন্বয়ে সম্ভাব্যতা যাঁচাই-এর জন্য ২টি সম্ভাব্যতা যাঁচাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সগ্রহ করেছেন। গত ১৮-২০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে কমিটি মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদন অনুমোদিত হলে ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।			
১১	<u>বন্ধঘোষিত কলকারখানা পুর্ন চালু করণ</u> (১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) পুনরায় চালুকরাসহ কি কারণে এবং কেন তা বন্ধ করা হয়েছিল তা তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিসিআইসি	(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) লিঃ পুনঃ চালুকরণের নিমিত্ত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত ২৪/০২/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় M/S Wuhan Anyang Science & Technology Co. Ltd, China এর ক্রয় প্রস্তাবের অনুমোদন প্রদান করা হয়। চুক্তি সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকান্ড সম্পন্ন করার পর ০৪/১০/২০১৩ তারিখ থেকে চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ শুরু করা হয়। কারখানার মেকানিক্যাল কমপ্লিশন এবং প্রি-কমিশনিং ও কমিশনিং এর কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর গত ১৭/১১/২০১৬ তারিখে সিসিসি এর উৎপাদন শুরু হয়েছে। সিসিসিতে ১৩/০১/২০১৭ তারিখে PGTR শুরু করা হয়। PGTR এ রেটেড ক্যাপাসিটির ৫৮% অর্জিত হয়। ১৫/০১/২০১৭খ্রিঃ তারিখে জিইজি ট্রিপ করে প্লান্ট বন্ধ হয়ে যায়। PGTR সন্তোষজনক না হওয়ায় PGTR বর্তমানে প্লান্ট মেরামতের কাজ চলছে।	মেয়াদ মার্চ ২০১৭	অপরিশোধিত ২৭৪ কোটি টাকা ঋণ মওকুফ/ পুনঃতফশীলকরণ।	অপরিশোধিত ঋণ মওকুফ/ পুনঃতফশীল করণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো এবং এ লক্ষ্যে নিবিড় যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(২) বন্ধঘোষিত নর্থ বেঙ্গাল পেপার মিল পর্য ায়ক্রমে চালুর উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে নির্দে শনা প্রদান করা হয়।			(২) কারখানাটি ১৯৬৭ সালে পাবনা জেলার পাকশীতে ১৮৮.৪১ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। মিলটির প্রধান কাঁচামাল হলো ব্যাগাস অর্থ াৎ আখের ছোবড়া। উৎপাদিত কাগজ রাইটিং এবং প্রিন্টিং কাজে ব্যবহৃত হয়। বার্ষি ক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫,০০০ মেঃ টন। মিলটি মূলত কাঁচামালের অভাব এবং ফার্নে স অয়েলের উচ্চ মূল্যের দরুন ক্রমাগত লোকসানের কারণে বিরাষ্ট্রীয়করণের নীতিমালার আওতায় গত ৩০/১১/২০০২ তারিখে পে-অফের মাধ্যমে বন্ধ করা হয়। বর্ত মানে মিলটি বেসরকারিকরণের জন্য প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের অধীনে আছে। নর্থ বেঙ্গাল পেপার মিলস লিঃ (এনবিপিএম) বেসরকারীকরণের জন্য ২য় বার আহ্বানকৃত দরপত্রে অংশগ্রহণকারী সর্বে াচ্চ দরদাতা কর্তৃক একটি মামলা দায়ের করা হয় যা এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। এছাড়াও মিলটি পুনরায় চালুকরণের জন্য একটি আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক ভাবে ভার্জিন ও সেকেন্ডারী ফাইবার ভিত্তিক পেপার ইউনিট চালু করার লক্ষ্যে সমীক্ষায় প্রাক্কলিত ব্যয় ১৩১ কোটি টাকা বিনিয়োগে শুধু পেপার ইউনিটটি চালু এবং পরবর্তীতে মিলটির দক্ষিণ পার্শ্বে খালি জায়গায় ১০০০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত অফসেট, বন্ড, লেজার, মেনিফোল্ড পেপার, উন্নতমানের ছাপা কাগজ ইত্যাদি উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ৪৫ হাজার মেঃটনের একটি ভ্যালু এ্যাডেড পেপার মিল বসানোর লক্ষ্যে প্রণীত খসড়া পিডিপিপি’র তথ্য ও উপাত্তের আলোকে জয়েন্টভেঞ্চার এর মাধ্যমে উক্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যায় কিনা সে লক্ষ্যে পর্য ালোচনারজন্য পুনরায় একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও দেশের উত্তরাঞ্চলে ইউরিয়া সার ও নন-ইউরিয়া সার সুষ্ঠুভাবে মজুদ ও বিতরণের নিমিত্ত কেন্দ্রিয়ভাবে কারখানার খালি জায়গায় প্রি- ফ্যাব্রিক্যাটেড গোডাউন নির্ম াণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	মেয়াদ জুন’ ২০১৯	আদালতে মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় Subjudice বিষয় হিসাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত আছে।	দেশের উত্তরাঞ্চলের শিল্প বিকাশের গুরুত্ব বিবেচনায় এটর্নী জেনারেলের মাধ্যমে সৃষ্ট মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করা। পাশাপাশি আলোচ্য মিলটি বৈদেশিক অর্থ ায়নের মাধ্যমে যৌথ উদ্যোগে পুনঃ চালুকরনের/ নতুনভাবে স্থাপনের কার্য ক্রম চলছে।
	(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পর্য ায়ক্রমে চালুর উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে নির্দে শনা প্রদান করা হয়।			(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিঃ এর ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও অন্যান্য স্থাপনাসহ) নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (নওপাজেকো) এর নিকট বিক্রয় এবং বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক বর্ণি ত জমি নওপাজেকো’র অনুকূলে অধিগ্রহণের বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এর সভাপতিত্বে গত ০৬/১২/২০১৬ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার	মেয়াদ জানুয়ারি’ ২০১৯		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রচলিত সরকারী বিধি/বিধান অনুসরণে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিঃ এর প্রস্তাবিত ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) এর মূল্য নির্ধ ারণেরজন্য একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। উক্ত কমিটি উক্ত কমিটি ইতিমধ্যে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লিঃ এর সংশ্লিষ্ট জমি সরজমিনে জরিপ করে। বর্ত মানে কমিটির প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে । দেশে কাগজের ক্রমবর্ধ মান চাহিদা থাকায় কেনএম চত্বরে একটি আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত, শক্তি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব পেপার মিল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত পিডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রযেছে । এছাড়াও দক্ষিণাঞ্চলে সার মজুদ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের নিমিত্ত অবশিষ্ট জমিতে প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড গোডাউন নির্ম াণকরার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।			
১২	<u>শিল্প বর্জ্য পরিশোধনঃ</u> পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাপূর্ব ক প্রতিটি শিল্পকারখানার বর্জ্য পরিশোধনের নিমিত্ত Effluent Treatment Plant স্থাপন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে একই ধরনের শিল্প এক একটি শিল্প পার্কে সহানান্তর করে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবসহা গ্রহণ করতে হবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিসিক ও বিএসএফআইসি	<u>(ক) বিসিকঃ</u> বিসিকের ৭৪টি শিল্পনগরীর ১৩৮টি শিল্প ইউনিটে ETP থাকা প্রয়োজন বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তন্মধ্যে ETP স্থাপন করা হয়েছে ৭৫টিতে এবং নির্ম াণাধীন রয়েছে১০টিতে। নতুন শিল্প-কারখানায় শুরু থেকেই বর্জ্য পরিশোধনাগার (ETP) স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের সকল শিল্পনগরী ও জেলা কার্য ালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দে শনা প্রদান করা হয়েছে। যেসকল কারখানায় এখনো ETP স্থাপন করা হয়নি, সেসকল কারখানায় ETP স্থাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করার নির্দে শনাসহ বিসিকের মাঠ পর্য ায়ের কার্য ালয় থেকে তাগিদ প্রদান অব্যাহত আছে। এর বাইরে বিসিক কর্তৃক নতুন শিল্পনগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে CETP নির্ম াণ ব্যয়সহ ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে তাছাড়া শিল্প মালিকগণকে তাঁদের কারখানায় ETP স্থাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করার নির্দে শনাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে বিসিকের পুরাতন ১০টি শিল্পনগরীতে সমীক্ষা চালিয়ে ETP স্থাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে কর্তৃপক্ষ বরাবরে সুপারিশসহ পেশ করা হয়েছে। তাছাড়া ২০টি পুরাতন শিল্পনগরীর ETP স্থাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন কার্য ক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে <u>(খ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পে ারেশনঃ</u> পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে বিএসএফআইসি'র আওতাধীন ১৪টি চিনিকলে ইটিপি স্থাপনের জন্য প্রণীত ডিপিপিতে সম্ভাব্যতা যাঁচাই	চলমান প্রক্রিয়া	সিইটিপি/ইটিপি স্থাপনের জন্য শিল্প ইউনিটসমূহে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমির স্বল্পতা ও শিল্প উদ্যোক্তাদের আর্থি কসমস্যা।	

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				প্রতিবেদন অন্তর্ভূক্ত করে বিএসএফআইসি কর্তৃক এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি যাঁচাই-বাছাইয়ের লক্ষ্যে গত ২৯/৮/২০১৬ তারিখে বিএসএফআইসি'র অভ্যন্তরীণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গ ঠন করে বিএসএফআইসি কর্তৃক এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ইটিপি স্থাপনের পূর্বে মধ্যবর্তী ব্যবস্থা হিসেবে চিনিকলসমূহের তরল বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য মিল প্রাঙ্গণে লেগুন নির্মা ণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে তরল বর্জ্য লেগুনে সংরক্ষণ করা হচ্ছে বিধায় চিনিকল এলাকার বাহিরের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে না।			
১৩	(প্রকল্প) চিনিকলের পাওয়ার জেনারেশনঃ চিনিকলগুলোর জেনারেটরে আখ মাড়াই মৌসুম ব্যতীত অন্য সময়ে যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করতে পারে সে বিষয়ে বিএসএফআইসি বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে পরামর্শ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে। র-সুগার আমদানি : শিল্প মন্ত্রণালয় র-সুগার আমদানি এবং চিনিকলে তা রিফাইন করার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাঁচাই করে দেখবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসএফআইসি	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা। নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন শীর্ষ কচলমান প্রকল্পের করেবর বৃদ্ধি করে ডিস্টিলারি, বায়ো-গ্যাস, বায়ো-কম্পোস্ট প্ল্যান্ট সংযোজন করে প্রণীত আরডিপিপি গত ২১/৬/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে। ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ৫১১.০৩ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার : (ক) আর্থি ক৫১১.০৩ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ১.৫৮% এবং (খ) বাস্তব ১৫%।	মেয়াদ জুন, ২০১৮		
১৪	রুগ্ন শিল্পের পূর্ন বাসনঃ প্রকৃত রুগ্নশিল্পে সংখ্যা নিরুপন ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় একটি সমীক্ষা করে তার ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করতে পারে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	শিল্প মন্ত্রণালয়	নিদের্শনাটি বাস্তবায়ন কার্য ক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে	বাস্তবায়নাধীন		
১৫	(প্রকল্প) বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা।	০৬/০৫/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বরগুনায় অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৭০৮.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদনের তারিখ ০৯/০১/২০১২। ডিপিপি সংশোধন ১৬/১০/২০১৪। 'বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা (১ম সংশোধিত)' শীর্ষ ক প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মোট ১১১৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১১ - জুন ২০১৬ মেয়াদে ১৬/১০/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে। অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত জমির	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৬		প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				মূল্য বাবদ ২.৪৯ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ২০/৫/২০১৫ তারিখে অধিগ্রহণকৃত জমির পজেশন বুঝে নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক আংশিক (৩৮%) মাটি ভরাটের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, অবশিষ্ট মাটি ভরাটের কার্য ক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব গত ১৯/৬/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। জুন, ২০১৭ পর্য ন্তমেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বর্তমান আইএমইডিতে বিবেচনাধীন আছে। ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ের পরিমাণ ৪২২.৬০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ৩৮% (আর্থি ক)।			
১৬	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন।	২৯/১২/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চট্রগ্রামের মিরসরাই অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিক	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে উঠা ১৭০০০ একর জায়গার মালিকানা এবং পরিমাণ নিয়ে চট্টগ্রাম ও ফেনী জেলার মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মিমাংসার নিমিত্তে রীট পিটিশন করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্টে র দায়েরকৃত ১২২১/১০ নং রীট মামলাটি শুনানীর জন্য অপেক্ষামান আছে। তবে সর্ব শেষ তথ্য জানার জন্য গত২১/৪/২০১৫ তারিখে জেলা প্রশাসক ফেনী বরাবর পত্র দেয়া হয়। জেলা প্রশাসক ফেনী হতে গত ০৭/৬/২০১৫ তারিখের পত্র মারফত জানা যায় বর্ণি ত রীট পিটিশন মামলাটি ২ জন বিচারপতি দ্বারা গঠিত দ্বৈত বেঞ্চে চূড়ান্ত শুনানীর অপেক্ষায় আছে।	বাস্তবায়নাধীন	-	
১৭	বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার বলেশ্বর নদীর তীরে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন।	২২/০২/২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন।	শিল্প মন্ত্রণালয়	বরগুনা জেলাধীন পাথরঘাটা উপজেলার বলেশ্বর নদীর তীরে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন করার বিষয়ে ‘হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ও বিনিয়োগ আয় প্রবাহ ও কারিগরী সমীক্ষা প্রতিবেদন’ প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ স্টীল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পো রেশন (বিএসইসি)-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। উক্ত শিল্প স্থাপনে প্রস্তাবিত জায়গায় Hydraulic Survey এবং বিনিয়োগ আয় প্রবাহ সমীক্ষা তথা Techno-Economic Feasibility Study করার লক্ষ্যে বিএসইসি কর্তৃক পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করে। উক্ত সাব-কমিটি Techno-Economic Feasibility Study করার জন্য Terms of Reference (TOR) এবং প্রয়োজনীয় অর্থে র প্রাক্কলন Cost Estimation বিএসইসি কর্তৃক গঠিত কমিটির নিকট দাখিল করেছে। TOR এবং Cost Estimation অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮,৯০,৫০,০০০/-টাকা বিএসইসির অনুকূলে বরাদ্দের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করেছে। উক্ত আর্থি ক বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে Techno-Economic Feasibility Study করার জন্য EOI (Expression of Interest) আহবান করা হবে মর্মে	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				বিএসইসি কর্তৃক গঠিত কমিটি ০৮/৩/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিএসইসি কর্তৃক প্রেরিত আর্থি ক প্রাক্কলনের প্রস্তাবটির বিষয়ে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ২৫/৪/২০১৬ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পায়রা বন্দরেরর সন্নিকটে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন করা হলে তা কারিগরী ও আর্থি ক দিক বিবেচনায় টেকসই (Viable) হবে বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়। সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ (ক) বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলাধীন বড়নিশানবাড়ীয়া মৌজায় বলেশ্বর নদীর তীরে পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন Economically Viable হবে না প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত প্রস্তাবনা পরিত্যাগ করা হলো। উক্ত সভার সিদ্ধান্তানুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলাধীন বড়নিশানবাড়ীয়া মৌজায় বলেশ্বর নদীর তীরে পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন Economically Viable হবে না প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত প্রস্তাবনা পরিত্যাক্ত হয়। গত ২৩/১০/২০১৬ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পটুয়াখালী জেলার পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণও মেরামত শিল্প স্থাপনের বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বরগুনা জেলায় জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের বিষয় পুনরায় আলোচনা করা হয়। সভায় এ বিষয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ 'বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলাধীন বড় নিশানবাড়িয়া মৌজায় অথবা উক্ত জেলার অন্য কোন স্থানে শিপ রি-সাইক্লিং জোন অথবা অন্য কোন শিল্প স্থাপন করা যায় কিনা সে বিষয়ে পুনরায় যাচাই করে মতামত প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, বরগুনাকে পত্র প্রদান করতে হবে।' সভার সিদ্ধান্তনুযায়ী মতামত প্রদানের জন্য গত ০৬/১১/২০১৬ তারিখ জেলা প্রশাসক, বরগুনাকে পত্র প্রদান করা হয়েছে।			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৮	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো এবং বিসিআইসির অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী পুনরায় চালুকরণ। (১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল (২) বিসিআইসি’র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৫/০৩/২০১১ তারিখে খুলনা জেলা সফরকালে খালিশপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন।	বিসিআইসি	(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল : পূর্ব পৃষ্ঠার ক্রমিক নম্বর১১(৩) তে উল্লিখিত অগ্রগতির অনুরূপ। (২) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দে শনামোতাবেক দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর স্থলে আইসিটি পার্ক স্থাপন করার জন্য সর্ব শেষ গত ২৩/১০/২০১৬ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় উক্ত সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ ক) ঢাকা ম্যাচ ওয়ার্কস এর প্রকৃত দায় দেনা বিসিআইসি ও বেসরকারী শেয়ার হোল্ডারগণ যৌথভাবে যাচাই করে এক মাসের প্রতিবেদন দাখিল করবেন। খ) খুলনাস্থ দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস এর জায়গায় আইসিটি পার্ক এবং ঢাকার শ্যামপুরস্থ ঢাকা ম্যাচ ওয়ার্কস এর জায়গায় বর্জ্য ব্যবস্থপনার মাধ্যমে বাইপ্রোডাক্টসহ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কিত প্লান্ট স্থাপন সর্ম্পকে বিসিআইসি ও ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর বেসরকারী শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক যৌথভাবে Feasibility সমীক্ষা করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। গ) খুলনাস্থ দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস এর জায়গায় আইসিটি পার্ক স্থাপনের বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মতামত চেয়ে পত্র প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ঘ) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস এর ফ্যাক্টরীর অভ্যন্তরে স্থাপিত স্কুল ভবনের দাগ, খতিয়ান, জমির পরিমাণ, জমির মালিকানার বিবরণ এবং স্কুলের ভবনসমূহের অবস্থান চিহ্নিত করে স্কেচম্যাচসহ একটি প্রতিবেদন দেয়ার জন্য জেলা প্রশাসক, খুলনাকে পত্র প্রেরণ করা হবে। ঙ) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস এবং ঢাকা ম্যাচ ওয়ার্কস সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেয়ার বিষয়ে বেসরকারী শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক মহামান্য আদালতে দায়েরকৃত ১৩৭২/২০১২ নং মামলা প্রত্যাহারের কার্য ক্রম গ্রহণের জন্য বেসরকারী শেয়ারহোল্ডারগণকে পত্র দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। চ) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস এর সিকিউরিটি লাইনের বৈদ্যুতিক সংযোগ চালু করার জন্য ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ-কে অনুরোধ জানিয়ে বিসিআইসি পত্র প্রেরণ করবে।	মেয়াদ জানুয়ারি’ ২০১৯		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				উক্ত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে (ক) ও (চ) নং সিদ্ধান্তের কার্য ক্রম বিসিআইসি থেকে গ্রহণের নির্দে শনা রয়েছে। ইতোমধ্যে (ক) নং সিদ্ধান্তের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ কোং লিঃ কর্তৃপক্ষের ইতোমধ্যে ক নং সিদ্ধান্তের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ কোং লিঃ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠানটির ৩০/০৬/২০১৬ এর খসড়া নিরীক্ষিত হিসাব বিসিআইসি'র নিকট গত ২৬/১২/২০১৬ তারিখে দাখিল করা হয়েছে। নিরীক্ষিত হিসাব চূড়ান্ত করা লক্ষ্যে বিসিআইসি কর্তৃক তথ্যাদি চাওয়া হলে প্রতিষ্ঠানটির নিকট হতে ২৯/০১/২০১৭ তারিখে দায়-দেনা সম্বলিত একটি প্রতিবেদন পাওয়া গিয়াছে । উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠানটি যেহেতু জেলা প্রশাসক, খুলনার অধীনে সীলগালা অবস্থায় তালাবদ্ধ আছে। সে প্রেক্ষাপটে জেলা প্রশাসক, খুলনার নিকট আবেদন করা হলে জেলা প্রশাসক, খুলনা একজন ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ প্রদান করেন । নিয়োগ প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ২২/০২/২০১৭ তারিখ হতে প্রতিষ্ঠানটির দায়দেনা নির্ণ য়করার জন্য সীলগালা খুলে দিবেন । অনুরূপভাবে ঢাকাস্থ শ্যামপুর ঢাকা ম্যাচ ওয়ার্কস এর প্রকৃত দায়দেনা নির্ণ য়করার কার্য ক্রম চলছে। খ নং সিদ্ধান্তের বিষয়ে ০৪/১২/২০১৬ তারিখ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় ।উক্ত সভায় ফিজিবিলিটি স্টাডি করার প্রয়োজনে উপযুক্ত প্রতিনিধি তথা বাংলাদেশ প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, বিদ্যুৎ বিভাগের অধীনস্থ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে রপ্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি ও সিটি কর্পো রেশন ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ এর প্রতিনিধি অর্ন্তভূক্ত করে কমিটি পূর্ণ গঠনের কার্য ক্রম প্রক্রিয়াধীন। তাছাড়া সিদ্ধান্ত নং চ এর বিষয়ে সিকিউরিটি লাইনের বৈদ্যুতিক সংযোগ প্রদানের জন্য ব্যবস্থপনা পরিচালক, ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ কে বিসিআইসি হতে ১৫/১১/২০১৬ তারিখে পত্র প্রেরন করা হয়েছে। এ বিষয়ে ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ জানায় যে, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল বাকী থাকা অবস্থায় বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ দেয়া সম্ভব নয়। পরবর্তীতে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়ার জন্য বিসিআইসি হতে গত ১৯/০২/২০১৭ তারিখে পুনরায় অনুরোধ জানিয়ে ওয়েষ্ট জোন পাওয়ার ডিষ্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিঃ কে পত্র দেয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত নং-ঙ মোতাবেক ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ কোং লিঃ এর বিষয়ে বেসরকারী শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				মামলা নং ১৩৭২/২০১২ প্রত্যাহারের জন্য শিল্প মন্ত্রনালয় হতে গত ০২/১১/২০১৬ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ কোং লিঃ জানায় যে, মামলাটি দীর্ঘকাল পর্য ন্তমহামান্য সুপ্রিম কোর্টে আপীল বিভাগে বিচারাধীন আছে। মামলাটির সঙ্গে অত্র কোম্পানীর ঋণ বিষয়ে অগ্রনী ব্যাংকের দায়েরকৃতমামলাটি সম্পৃক্ত বিধায় কোম্পানীর বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার পরামর্শ গ্রহণ করা হয়েছে। সে অনুযায়ী মামলাটি স্ব উদ্যোগে পরিহার করা হলে তা কোম্পানীর স্বার্থ ক্ষুন্ন করতে পারে। উল্লেখ্য, সরকার কর্তৃক ঢাকা ম্যাচ, শ্যামপুর, ঢাকা ও দাদা ম্যাচ ওয়াকার্স, রূপসা, খুলনা এর নিয়ন্ত্রণভার গ্রহনের বিরুদ্ধে ভাইয়া গ্রুপ সরকার এবং বিসিআইসি'র নামে সিপিএল নং-১৩৭২/২০১২ মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলাটি ২৬-০১-২০১৭ খ্রিঃ এ শুনানী অন্তে বেসরকারী শেয়ারহোল্ডারগনের পক্ষে রায় হয় । আদালতের অর্ড ারশীট প্রকাশিত হয়নি । আদালতের অর্ড ারশীট প্রকাশিত হলে সিভিল আপীল নং এবং পরবর্তী শুনানীর তারিখ জানানো যাবে।			
১৯	<u>(প্রকল্প)</u> সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জকে শিল্পপার্ক স্থাপন কাজ ত্বরান্বিত করা	০৯/০৪/২০১১ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা সফরকালে বিএ কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭৮৯২.০০ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের তারিখ : ৩১/৮/২০১০ ডিপিপি সংশোধনের বিবরণ : ০৫/০২/২০১৩ সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণ : ৪৮৯৯৬.০০ লক্ষ টাকা। ক) জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয়েছে। ১১/৬/২০১৩ তারিখে জমির দখল বুঝে নেয়া হয়েছে। Tropographical Survey, Hydrological Survey, Soil condition & River Movement এবং Initial Environmental Empect (IEE) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মাটি ভরাট কার্য ক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে প্রকল্প এলাকাটি নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষাকল্পে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নদী শাসন বাঁধ নির্মাণ কাজ না হওয়ায় প্রকল্পের মাটি ভরাট কাজ শুরু করা যাচ্ছেনা। এ সমস্যা সমাধানের বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্য ক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর আওতায় নির্মি ত ক্রসবার-৩ ও ক্রসবার-৪ এ দুই স্তর বিশিষ্ট পাথর ফেলে হার্ডে নিং করা হয়েছে। এতে ক্রসবার দুইটির স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প এলাকা ঝুকিমুক্ত বলে বাপাউবো কর্তৃক দাখিলকৃত প্রত্যয়ন পত্রের আলোকে স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত	মেয়াদ জুন' ২০১৯	ভবিষ্যতে যমুনা নদীর ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী ব্যবস্থা না হলে এ প্রকল্পের অগ্রগতি বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে। তবে বর্তমানে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (পাইলট) অব বাংলাদেশ রিভার সিষ্টেম প্রকল্পের আওতায় ৪টি ক্রস বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে। Hydrological Survey ও River Movement এর Report ভিত্তিতে যমুনা	

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				মোতাবেক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে একনেক কর্তৃক ২২/১১/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে। ৩০/০১/২০১৭ তারিখে মাটি ভরাট কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ১০২১২.৯১ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ২১% (আর্থিক)।		নদীর এ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী ক্রস বাঁধকে স্থায়ী করা জরুরি। এছাড়া নদীর পশ্চিম কিনারা দিয়ে স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ করাও জরুরি।	
২০	<u>(প্রকল্প)</u> রাজশাহী বিসিক শিল্প নগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪/১১/২০১১ তারিখে রাজশাহী জেলার হাফেজিয়া মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৩১৮.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদনের তারিখ ২৮/১০/২০১৪। রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, শীর্ষ ক প্রকল্পেরসংশোধিত ডিপিপির আলোকে গত ২২/৩/২০১৬ তারিখে একনেক সভায় জুলাই ২০১৫ থেকে ২০১৮ মেয়াদে ১২৮৮১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদন লাভ করে। একনেক সভার সিদ্ধান্তে প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে "রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২" নামে নামকরণসহ কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গ ঠিত ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ১৮/৫/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২২/৩/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের জিও জারি করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরে ৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৭		
২১	<u>(প্রকল্প)</u> চট্রগাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৮/০২/২০১২ তারিখে চট্রগাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার সরকারি হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৭৭.০০ লক্ষ টাকা। "বিসিক শিল্পনগরী, সন্দ্বীপ" শির্ষ ক প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রস্তাবিত প্রকল্পটি লাল তালিকাভূক্ত এবং এর অবস্থান ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর নির্ধারিত ফি জমা দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে চট্রগ্রাম পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে গত ০৫/৯/২০১৬ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের জন্য ঢাকা পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবরে পত্র দেয়া হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের একটি কমিটি গত ১৮-২০ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রস্তাবিত স্থান পরিদর্শন করে। ইতোমধ্যে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে প্রকল্পের ইআইএ প্রণয়নের জন্য Terms Of Reference (TOR) এর অনুমোদন পাওয়া গেছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়ার সাথে সাথে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্য ক্রম শুরু করা হবে।	-		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২২	কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গাবালী উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৫/০২/২০১২ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	শিল্প মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার এক জনসভায় ‘কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গাবালী উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারা চর পয়েন্টে জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন এবং শিপ ইয়ার্ড নির্মাণএর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৫/৪/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলাস্থ প্রস্তাবিত পায়রা বন্দরের অধিগ্রহণকৃত ৬০০০ একর জমি হতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্পের জন্য ৭০/৮০ একর জমির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পায়রা বন্দর ক্ষর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বিএসইসি)সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে উক্ত মন্ত্রণালয়ে একটি সভা আহবান করে এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।” উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জরুরীভিত্তিতে পায়রা বন্দর এলাকায় অধিগ্রহণকৃহ জমি হতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্পের জন্য১০০ একর জমি প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে ২৯ মে ২০১৫ তারিখ সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রদান করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান HR Wallingford কর্তৃক দাখিলকৃত Conceptual Master Plan এ চিহ্নিত স্থান টুংগিবাড়িয়া ও গাব্বু নিয়া মৌজায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য ১০০ একর জমি প্রদানে সম্মতি প্রদান করে। কিন্তু বিএসইসি হতে জানানো হয় যে, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনাপত্তিকৃত জমিতে নদীর পর্যাপ্তনাব্যতা না থাকায় উল্লিখিত স্থানে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপন করা সম্ভব নয়। এ বিষয়ে ২৩/১০/২০১৬ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বিএসইসির চেয়ারম্যান সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ (ক) পটুয়াখালী জেলার পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য বিএসইসি জমি চিহ্নিত করে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসহ জুরুরিভিত্তিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব পেশ করবে। শিল্প	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে নৌ-মন্ত্রণালয়ে অনাপত্তি গ্রহণের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। (খ) পটুয়াখালী জেলার পায়রা বন্দর এলাকার উপযুক্ত জমিতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের বিষয়ে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে। এ প্রেক্ষিতে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনাপত্তিকৃত টুংগিবাড়িয়া ও গাব্বু নিয়ামৌজার পরিবর্তে বিএসইসি কর্তৃক নির্বাচিতপটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পায়রা বন্দর এলাকায় বালিয়াতলী ইউনিয়নাধীন চর বালিয়াতলী মৌজার (দাগ নম্বর ৫৪০-৫৫৫, ১৪৯৯-১৫২৮ ও ১৭০০-১৭৯৩) = মোট ১০৫.৪২ একর জমিতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত সম্মতি/অনাপত্তি প্রদানের জন্য সচিব, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়ে গত ৩০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখ পত্র এবং ২৪/১১/২০১৬ তারিখে তাগিদ পত্র প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে গত ১৫/১১/২০১৬ তারিখ মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় ও নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া মৌজায় বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণের জন্য একটি বৃহৎ জমি অধিগ্রহণ করেছে। বর্ণিত জমি থেকে জাহাজ নির্মান ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য ১০৫.৪২ একর জমি বিএসইসিকে বরাদ্দ প্রদান করবে। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে উল্লিখিত জমির বিষয়ে অনাপত্তি প্রদানের জন্য ০৪/০১/২০১৬ তারিখে নৌ-বাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়। নৌ-বাহিনী ০৯/০১/২০১৭ তারিখে পত্রের মাধ্যমে জানায় যে, নৌ-বাহিনীর জন্য প্রস্তাবিত জমি হতে ১০৫.৪২ একর জমি বিশেষ করে পর্যাপ্ত গভীরতাসহ নদী তীর ভূমি বরাদ্দ করা হলে সাবমেরিন বেসিনসহ ফ্রিগেট এবং অন্যান্য জাহাজের জেটি ও বেসিনসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ দূরহ হবে। শিপইয়ার্ড নির্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে নৌ-বাহিনী কর্তৃক প্রস্তাবিত জমির উত্তরে অবস্থিত আন্দারমানিক নদীর উত্তরপার্শ্বের নিশান বাড়িয়া এলাকায় নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্লান্টের পার্শ্ববর্তী জমি হতে বিএসইসি কর্তৃক চাহিদাকৃত জমি অধিগ্রহণ করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে গত ১০/০১/২০১৭ তারিখ সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা সমন্বয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				নৌ-বাহিনী কর্তৃক প্রস্তাবিত নৌ-বাহিনীর অধিগ্রহণকৃত জমির উত্তরে অবস্থিত আন্দারমানিক নদীর উত্তরপার্শ্বের নিশান বাড়িয়া এলাকায় নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্লান্টের পার্শ্ববর্তী জমি জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য উপযুক্ত কিনা তা যাচাইপূর্ব ক একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব মো: আজিজুল ইসলাম এর নেতৃত্বে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিএসইসি, ও নৌ সদর দপ্তর এর প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এ শিল্প স্থাপনের জন্য পরবর্তী সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এ প্রেক্ষিতে গত ২৯/০১/২০১৭ তরিখে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।			
২৩	<u>(প্রকল্প)</u> টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩০/০৬/২০১২ তারিখে টাংগাইল জেলা সফরকালে ভুঞাপুর এবং হেমনগর রেলওয়ে ষ্টেশনে অনুষ্ঠিত গত সভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭১০০.০০ লক্ষ টাকা। ‘টাংগাইল শিল্প পার্ক’ শীর্ষক প্রকল্পটি ১৬৪০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে৫,০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শুরু করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন’ ২০১৭		
২৪	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিষ্টেম মেশিনারির (Dual System Machinary) রাখা।	গত ২০/০৭/২০১৪ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে প্রদত্ত নির্দে শনা।	বিএসএফআইসি	১০১৫৩.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সংবলিত “ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” শীর্ষ ক প্রকল্পে আখ হতে চিনি উৎপাদনের পাশাপাশি বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউট (বিএসআরআই) কর্তৃক গৃহীত পাইলট প্রকল্পে উৎপাদিত সুগার বিট থেকে পরীক্ষামূলকভাবে চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের সংস্থান আছে। গত ২৩/৯/২০১৫ তারিখে প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের উৎপাদন বহুমূখিকরণের লক্ষ্যে কলেবর বৃদ্ধি করে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, রিফাইনারী, ডিস্টিলারি, বায়োগ্যাস, বায়োকম্পোস্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে অনুযায়ী প্রকল্পের প্রণীত আরডিপিপি ‘একনেক’ কর্তৃক গত ২১/৭/২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। একনেকের শর্ত মোতাবেক সুগার বিট সংরক্ষণের জন্য চিলিং স্টোরেজ অন্তর্ভু ক্ত করে প্রকল্প সংশোধনপূর্ব ক পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ৪৮৫.৬২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে।	মেয়াদ জুন’ ২০১৮		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				বিএসআরআই কর্তৃক গবেষণায় সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় আলোচ্য প্রকল্পটি সফল ও লাভজনক হলে ভবিষ্যতে যে সব ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব সে সব চিনিকলে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারির সংস্থান রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।			

স্বাক্ষরিত/
২০/৩/২০১৭ খ্রি.
(মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়াএনডিসি)
সিনিয়র সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়